BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03040020

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 04| April 2025| e-ISSN: 2584-1890

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ এবং প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠন

Sanu Karmakar

Student

সারসংক্ষেপ (Abstract) :

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০: প্রাথমিক শিক্ষায় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ (NEP 2020) শুধু একটি নীতি নয়—এটি শিক্ষার জগতে এক নতুন চিন্তাধারার সূচনা। প্রথাগত 'পড়াও, লিখো, মুখস্থ করো' পদ্ধতির পরিবর্তে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহল, সৃজনশীলতা ও আনন্দের মাধ্যমে শেখাকে। প্রাথমিক শিক্ষাকে ধরে রাখা হয়েছে এই পরিবর্তনের মূলে—কারণ, শিক্ষা জীবনের ভিত্তি গড়ে ওঠে ঠিক এই পর্যায়েই।

নতুন ৫+৩+৩+৪ কাঠামো শিশুর বয়স ও মানসিক বিকাশ অনুযায়ী শিক্ষা সাজানোর এক আধুনিক ও বাস্তবমুখী রূপরেখা। পাশাপাশি, মৌলিক ভাষা ও গণনার দক্ষতা অর্জন, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, এবং খেলাধুলা-ভিত্তিক শিখনপদ্ধতি এই নীতিকে করে তুলেছে আরও মানবিক ও কার্যকর। প্রাথমিক স্তরে শেখার অভিজ্ঞতাকে আনন্দদায়ক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলার লক্ষ্য নিয়েই এই পরিবর্তন এসেছে।

এছাড়া, এই নীতিতে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ—যেমন চিন্তাশক্তি, বিশ্লেষণক্ষমতা, এবং সামাজিক-আচরণগত দক্ষতা গড়ে তোলার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। শিশুরা যেন কেবল পরীক্ষায় ভালো করে তা নয়, বরং বাস্তবজীবনে প্রয়োগযোগ্য জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে, সেই লক্ষ্যেই এই রূপান্তর।

তবে এই নীতির বাস্তবায়নে রয়েছে কিছু চ্যালেঞ্জ। যেমন—যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক, উপযুক্ত শিক্ষা সামগ্রী, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, এবং পঠনপাঠনের ভাষা সংক্রান্ত স্পষ্ট দিকনির্দেশনা। এছাড়া শহর ও গ্রামাঞ্চলের মাঝে বিদ্যমান ব্যবধানও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই নীতি প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারবে, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে করে তুলবে আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ ও মানবিক নাগরিক।

মূল শব্দ (Key Words) : *জাতীয় শিক্ষা নীতি, প্রাথমিক শিক্ষা, ৫+৩+৩+৪ কাঠামো, শিক্ষার পুনর্গঠন, প্রাক-সাক্ষরতা, শিখনকেন্দ্রিক শিক্ষা।*

ভূমিকা (Introduction):

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি যুগান্তকারী মোড় এসেছে ২০২০ সালে—৩৪ বছরের দীর্ঘ বিরতির পর প্রবর্তিত হয়েছে নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP 2020)। এটি শুধুমাত্র একটি নীতিগত সংস্কার নয়, বরং ভবিষ্যতের ভারতের নাগরিক গঠনের এক সুপরিকল্পিত রূপরেখা। বর্তমান শতাব্দীতে যেখানে জ্ঞান, দক্ষতা ও উদ্ভাবনশীলতা মানবসম্পদের মূল শক্তি, সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে NEP 2020-এর মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, নমনীয়, গুণগতমানসম্পন্ন ও জীবনঘনিষ্ঠ করে তোলা—যাতে প্রতিটি শিশু তার পূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারে।

শিশুদের মানসিক, শারীরিক, ভাষাগত ও সামাজিক বিকাশের ভিত্তি গড়ে ওঠে জীবনের প্রথম কয়েকটি বছরে। তাই প্রাথমিক শিক্ষাকে শক্ত ভিত হিসেবে গড়ে তোলার গুরুত্ব অপরিসীম। NEP 2020 এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে, শেখার পদ্ধতিকে আনন্দময়, সৃজনশীল ও শিশুবান্ধব করে তোলার ওপর জোর দিয়েছে। মুখস্থ নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে এসে কৌতূহল ও অন্বেষণভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতি গড়ে তোলাই এই নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই নীতির প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো ও কনটেন্টে আনা হয়েছে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, যা শুধু বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—বরং শিশুর সার্বিক বিকাশের পথপ্রদর্শক। তাই বলা যায়, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ কেবল একটি নীতিগত রূপান্তর নয়, বরং ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনের এক সাহসী পদক্ষেপ।

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও বাস্তব চিত্র :

প্রাথমিক শিক্ষা শুধুমাত্র 'অ আ ক খ' শেখার সময় নয়—এটি হলো এক শিশুর জীবনে শেখার প্রথম সিঁড়ি, যেখানে তার মানসিকতা, মূল্যবোধ, ভাষা ও যুক্তির বীজ রোপণ করা হয়। এই পর্যায়ে শিশু কেবল পড়তে বা লিখতে শেখে না, শেখে ভাবতে, বুঝতে এবং অন্যদের সঙ্গে থাকতে।

কিন্তু বাস্তবতা বলছে, ভারতের অনেক অঞ্চলে আজও প্রাথমিক শিক্ষার মান কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। শহরের বাইরে, বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় বহু শিশু এখনো সহজে পড়তে বা গণনা করতে পারে না। অনেক সময় স্কুলে পড়ার চেয়ে, সংসারের কাজ কিংবা খেলার মাঠ তাদের বেশি টানে — কারণ স্কুল হয়তো তাদের জন্য আকর্ষণীয় পরিবেশ তৈরি করতে পারেনি।

গবেষণায় উঠে এসেছে, অনেক শিশুই তৃতীয় শ্রেণিতে উঠেও নিজের ভাষায় একটি ছোট অনুচ্ছেদ পড়ে বুঝতে পারে না, সাধারণ সংখ্যা গণনায় অসুবিধা হয়। এর পেছনে রয়েছে – অপর্যাপ্ত শিক্ষক, দুর্বল পরিকাঠামো, ভাষাগত বাধা এবং শেখাকে আনন্দময় করে তোলার অভাব।

এই বাস্তব চিত্রকে সামনে রেখেই জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ একটি নতুন ভাবনার আলো জ্বালিয়েছে। নীতি বলছে, শিশুর শেখার যাত্রা শুরু হোক এমনভাবে, যা আনন্দদায়ক, অর্থবহ এবং জীবনের সঙ্গে জড়িত — যেন কেউ আর স্কুলকে ভয় না পায়, বরং খুশি মনে যেতে চায়।

৫+৩+৩+৪ কাঠামো:

শিক্ষার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি :

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ (NEP 2020) ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে, যার অন্যতম প্রধান দিক হলো প্রথাগত ১০+২ কাঠামোর পরিবর্তে ৫+৩+৩+৪ কাঠামো চালু করা। এই নতুন কাঠামো শিশুর বয়স, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের ধাপকে ভিত্তি করে তৈরি, যা শিক্ষাকে আরও বাস্তবমুখী ও শিশুকেন্দ্রিক করে তোলে।

১. প্রারম্ভিক স্তর (Foundational Stage): বয়স ৩–৮ বছর (মোট ৫ বছর)

এই স্তর জুড়ে রয়েছে ৩ বছর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (আঙনওয়াড়ি বা প্লে-স্কুল) ও ২ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয় (ক্লাস ১-২)। এখানে শেখা হয় খেলা, গল্প, গান, ছড়া ও ছবি আঁকার মাধ্যমে। শিশুরা শেখে আনন্দের মধ্য দিয়ে—যাতে তাদের মধ্যে ভাষা, সামাজিকতা ও কৌতূহল বিকশিত হয়।

২. প্রাথমিক স্তর (Preparatory Stage): বয়স ৮–১১ বছর (৩ বছর)

এই ধাপে (শ্রেণি ৩-৫) শিশুদের পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলা হয়। ভাষা, গণিত ও পরিবেশ বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা শেখানো হয়। শেখার ধরন আরও কাঠামোবদ্ধ হলেও তাতে থাকে আনন্দময়তা।

৩. মধ্যম স্তর (Middle Stage): বয়স ১১–১৪ বছর (৩ বছর)

(শ্রেণি ৬-৮)-এ শুরু হয় বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনা। যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং চিন্তাশক্তি গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়। পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান, গণিত, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪. মাধ্যমিক স্তর (Secondary Stage): বয়স ১৪–১৮ বছর (৪ বছর)

এই ধাপে (শ্রেণি ৯-১২) শিক্ষার্থীদের সমন্বিত, গভীর ও পছন্দনির্ভর বিষয়ভিত্তিক শিক্ষায় প্রবেশ করানো হয়। লক্ষ্য থাকে উচ্চশিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ পেশার প্রস্তুতি।

এই কাঠামো শিক্ষার প্রতিটি স্তরকে শিশুর বিকাশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে, যা একটি দৃঢ় ও সুসংগঠিত শিক্ষাজীবনের ভিত্তি গড়ে তোলে।

FLN ও NIPUN Bharat: শিক্ষার ভিত্তি নির্মাণের রূপান্তর :

একজন শিশুর শিক্ষাজীবন কীভাবে শুরু হওয়া উচিত? এ প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সহজ—শেখার সেই জায়গা থেকে, যেখানে সে নিজের ভাষায় পড়তে, বুঝতে এবং মৌলিক গণনা করতে পারে। এই ভিত্তিগত দক্ষতা তৈরি করাই হল Foundational Literacy and Numeracy (FLN)-এর মূল উদ্দেশ্য। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ (NEP 2020) এই বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বলেছে, শিক্ষার ভিত্তি যত শক্ত, ভবিষ্যতের জ্ঞান তত দৃঢ়।

FLN মূলত এমন এক স্তর, যেখানে শিশুর ভাষাজ্ঞান, বোঝার ক্ষমতা এবং সংখ্যাবোধ তৈরি হয়। সাধারণত এটি শ্রেণি ১ থেকে ৩-এর মধ্যে অর্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তব চিত্র বলছে, ভারতের বহু শিশুই তৃতীয় শ্রেণিতে গিয়েও নিজের ভাষায় একটি অনুচ্ছেদ পড়ে বুঝতে পারে না, অথবা সাধারণ সংখ্যার যোগ-বিয়োগে দুর্বল থাকে। এই ঘাটতি পরবর্তী শিক্ষাজীবনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়।

এই প্রেক্ষাপটে, ২০২১ সালে শিক্ষা মন্ত্রক চালু করে "NIPUN Bharat" মিশন — যার পূর্ণরূপ: National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy। এই মিশনের মূল লক্ষ্য, ২০২৬–২৭ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি শিশুকে তৃতীয় শ্রেণির মধ্যে FLN দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তোলা।

NIPUN Bharat-এর প্রধান লক্ষ্যগুলো:

১. শিশু যেন মাতৃভাষায় পড়তে, বুঝতে ও গণনা করতে সক্ষম হয়।

২. শেখা যেন হয় আনন্দময়, অংশগ্রহণমূলক ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত।

৩. শিক্ষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও সহায়ক উপকরণ তৈরি করা।

৪. শিশুদের অগ্রগতি বুঝতে নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা।

৫. শেখাকে মুখস্থ নয়, বোঝার ভিত্তিতে গড়ে তোলা।

এই উদ্যোগ শুধু শিক্ষা নয়, শিশুদের আত্মবিশ্বাস, চিন্তাশক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতাও গড়ে তোলে। এটি প্রাথমিক শিক্ষাকে শক্ত ভিত্তি দেয়, যাতে পরবর্তী ধাপগুলো সফলভাবে সম্পন্ন করা যায়।

FLN ও NIPUN Bharat নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন কেবল উচ্চশিক্ষার বিষয় নয়, বরং এর শুরুটা হতে হবে প্রথম ধাপ থেকেই—যেখানে একটি শিশু প্রথম বই খুলে, প্রথম সংখ্যা গুনে, এবং জীবনের পাঠ শুরু করে।

বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা:

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ (NEP 2020) শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের রূপরেখা তৈরি করেছে। কিন্তু নীতিটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একাধিক চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা সামনে এসেছে, যা এই উন্নত চিন্তাধারার সফল প্রয়োগকে কিছুটা কঠিন করে তুলেছে—বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে।

১. দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব :

প্রাথমিক শিক্ষার মান নির্ভর করে দক্ষ শিক্ষকের উপর। কিন্তু ভারতের বহু গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক সংকট প্রকট। অনেক শিক্ষকই আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত নন। বিশেষ করে FLN ও আনন্দময় শিক্ষাদানের জন্য যেসব কৌশল প্রয়োজন, তার অভাবে শিশুরা কাঙ্ক্ষিতভাবে শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

২. দুর্বল অবকাঠামো :

বহু সরকারি বিদ্যালয়ে এখনো নেই পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, টয়লেট, পানীয় জল কিংবা নিরাপদ শেখার পরিবেশ। অনেক জায়গায় একটিমাত্র শিক্ষককে একাধিক শ্রেণি সামলাতে হয়। এমন পরিবেশে শিশুদের শেখার প্রতি আগ্রহ গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন। এছাড়া শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন—ছবির বই, খেলাধুলার সামগ্রী, ICT টুলস—এসব অনেক স্কুলেই অনুপস্থিত।

৩. ডিজিটাল বিভাজন :

NEP 2020 প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার উপর জোর দিলেও, বাস্তবতা বলছে—অনেক বিদ্যালয়ে এখনো ইন্টারনেট সংযোগ নেই, বা শিক্ষকরা ডিজিটাল উপকরণ ব্যবহারে দক্ষ নন। শহরের তুলনায় গ্রামে এই বিভাজন আরও স্পষ্ট। কোভিড-পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই সমস্যাটি আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

৪. বহুভাষিক শিক্ষার জটিলতা :

নীতিতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কথা বলা হলেও, বাস্তবে তা বাস্তবায়ন করা কঠিন। একাধিক ভাষাভাষী রাজ্যে বা শ্রেণিকক্ষে একাধিক মাতৃভাষা থাকলে, উপযুক্ত পাঠ্যবই, প্রশিক্ষক এবং সহায়ক উপকরণ তৈরির অভাব দেখা দেয়। এতে শিক্ষার্থীদের ভাষাভিত্তিক শেখার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

NEP 2020 (জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০) -এর লক্ষ্য যতটা উচ্চাশাময়, তার বাস্তবায়ন ততটাই পরিশ্রমসাধ্য। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ, পর্যাপ্ত অর্থায়ন, স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি। তাহলেই এই নীতি বাস্তব অর্থে শিশুদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারবে।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ কেবল একটি নীতি নয়, এটি এক নতুন শিক্ষাভবনের নকশা। তবে এই ভবন দাঁড় করাতে হলে প্রয়োজন শক্ত ভিত, দক্ষ নির্মাতা ও টেকসই উপকরণ। বাস্তবায়নের পথে কিছু বাধা থাকলেও, পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই নীতিকে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তুলে ধরা হলো:

১. শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন: ভবিষ্যতের নির্মাতা তৈরি হোক আজই—

একজন দক্ষ শিক্ষকই শিক্ষাব্যবস্থার চালিকাশক্তি। তাই প্রত্যেক শিক্ষককে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি, শিশু মনোবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় সুদক্ষ করে তোলার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, ওয়েবিনার, ডিজিটাল রিসোর্স ও সহায়ক টুলস সরবরাহ করা জরুরি। একজন অনুপ্রাণিত শিক্ষক মানেই একদল অনুপ্রাণিত শিক্ষার্থী।

২. বিদ্যালয় হোক আনন্দময় শেখার ঘর :

সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলোর পরিকাঠামো উন্নয়ন অপরিহার্য। পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, পরিচ্ছন্ন টয়লেট, সুপেয় জল, খেলার মাঠ এবং আধুনিক ICT সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে—যাতে বিদ্যালয় শুধু শেখার নয়, বেড়ে ওঠার এক নিরাপদ আশ্রয় হয়ে ওঠে।

৩. স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন :

শিক্ষার প্রথম ধাপ হওয়া উচিত শিশুর পরিচিত জগত থেকে। তাই স্থানীয় ভাষা, লোকগান, খেলাধুলা ও সংস্কৃতিকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করলে শেখা হবে আরও অর্থবহ, আনন্দময় এবং প্রাসঙ্গিক। এতে শিশুর শিকড় থাকবে দৃঢ়, আর ডানা হবে বিস্তৃত।

৪. মূল্যায়ন হোক শেখার অংশ, শাস্তি নয় :

পরীক্ষা যেন আর ভয়ের নাম না হয়। মূল্যায়ন পদ্ধতিকে এমনভাবে পুনর্গঠন করতে হবে, যাতে তা শিশুদের শেখার পথে উৎসাহ জোগায়, দুর্বলতা চিহ্নিত করে, এবং ব্যক্তিগত বিকাশে সহায়ক হয়। একমাত্র শিশুকেন্দ্রিক মূল্যায়নই পারে সত্যিকারের "শিখতে শেখা"-র পরিবেশ গড়ে তুলতে।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ কেবল একটি প্রশাসনিক দলিল নয়—এটি হতে পারে একটি শিক্ষা-আন্দোলনের সূচনা, যদি এর সুপারিশগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়। এই নীতির প্রতিটি ধারা, প্রতিটি উদ্দেশ্য এক নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখায়—যেখানে প্রতিটি শিশু শুধু পড়ালেখা শিখবে না, বরং শিখবে চিন্তা করতে, স্বপ্ন দেখতে এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে হাঁটতে।

NEP 2020 (জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০) বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার জগতে শুরু হবে এক নীরব বিপ্লব। শিশুদের শেখা হবে আনন্দময়, শিক্ষা হবে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত, এবং প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ হবে এক একটি সৃজনশীলতার ল্যাবরেটরি—যেখানে ভুল করা হবে স্বাভাবিক, প্রশ্ন করা হবে উৎসাহিত, আর শেখা হবে আবিষ্কারের মতো আনন্দদায়ক।

এই নীতির মাধ্যমে আমরা গড়ে তুলতে পারি এমন এক ভবিষ্যৎ, যেখানে শিশুর পরিচয় নির্ধারিত হবে তার সামর্থ্য, কল্পনা ও কৌতূহলের মাধ্যমে—না যে শহরে সে জন্মেছে, না তার পারিবারিক পটভূমি দিয়ে। এক অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা সমাজকে করে তুলতে পারে আরও মানবিক, আরও ন্যায়ভিত্তিক।

শিক্ষা হবে তখন সত্যিকারের সমতার বাহক—যেখানে প্রতিটি শিশুর কাছে পৌঁছাবে সুযোগ, মর্যাদা ও উন্নতির সম্ভাবনা।

এই হল সেই ভবিষ্যতের পথ, যেখানে NEP 2020 (জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০) শুধুমাত্র একটি নীতি নয়, বরং এক জাতীয় স্বপ্নের রূপ—যা প্রতিটি শিশুর হৃদয়ে জ্বেলে দেবে আশার আলো এবং গড়ে তুলবে এক আত্মবিশ্বাসী, চিন্তাশীল ও দায়িত্বশীল প্রজন্ম।

উপসংহার:

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এক নতুন আশা ও পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে এসেছে। প্রাথমিক শিক্ষা যদি এই নীতির নির্দেশনা মেনে সঠিকভাবে চালানো যায়, তাহলে আগামী প্রজন্ম হবে যোগ্য, আত্মবিশ্বাসী ও শক্তিশালী।

শিক্ষাকে কেবল পড়াশোনার মাধ্যমে নয়, আনন্দ এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে শেখানো হবে, যাতে সবাই সমান সুযোগ পায়। এর ফলে একটি ন্যায়সঙ্গত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে উঠবে, যেখানে কেউ পিছিয়ে থাকবে না।

এই নীতি আমাদের দেশের শিক্ষাকে শুধু আধুনিক করাই নয়, বরং প্রত্যেক শিশুর জীবনে ভালোবাসা, মর্যাদা এবং স্বপ্ন বুনে দেওয়ার পথে এক শক্তিশালী পদক্ষেপ।

তথ্যসূত্র (References):

- Ministry of Education, Government of India. (2020). National Education Policy 2020.
- Ministry of Education, Government of India. (2021). NIPUN Bharat Guidelines.
- NCERT. (2020). Foundational Literacy and Numeracy: Mission Document.
- UNESCO. (2021). Reimagining Education: Towards a New Paradigm.
- Annual Status of Education Report (ASER). (2023). Foundational Learning Outcomes in Rural India.
- World Bank. (2022). Transforming Education in India: Challenges and Opportunities under NEP

2020.

- UNICEF India. (2021). Early Childhood Care and Education: Policy and Practice under NEP 2020.
- Pratham Education Foundation. (2022). NIPUN Bharat: Progress and Perspectives.
- Government of India. (2009). Right to Education Act (RTE Act).
- Various research articles and government publications related to NEP 2020.

Citation: Karmakar. S., (2025) "জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ এবং প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠন", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-04, April-2025.